দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮

বিনামূল্যের বই নিয়ে কেলেংকারি

■ নিজামুল হক

দেশব্যাপী পাঠ্য বই নিয়ে হাহাকার, পাঠ্যবইয়ের কারণে স্কুলের ক্লাসও ঠিকমতো হচ্ছিল না। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ঘোষণা দিয়েছে তারা প্রায় সব বই জেলা শহরে পাঠিয়ে দিয়েছে। তখনও নিরব ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন খান। ওই মুহূর্তেও তার কাছে গুদামে ছিল ১৫ লাখ বই। অথচ তিনি এনসিটিবিকে জানিয়েছেন, তিন লাখ বই কম পেয়েছেন তিনি।

গত সোমবার রাতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেয়ামুর রশীদ ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন সরেজমিন ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করে জানতে পারেন ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে ১৫ লাখ বই মজুদ রয়েছে।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই দেশব্যাপী বইয়ের সংকট দেখা দেয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রাজধানীর গার্লস হাইস্কুলে বই বিতরণ উদ্বোধন করার পর দেশবাসী আশা করেছিল একই দিনে দেশের সব শিক্ষার্থী বই পাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন স্কুলই শতভাগ বই পায়নি। খোদ রাজধানীতে বই নিয়ে সংকট চললে এনসিটিবি তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে জানায়, তারা প্রতিনিয়ত বই পাঠাচ্ছেন। তাই বইয়ের সংকট হবার কোন কথা নয়। এ বিষয়ে এনসিটিবির মনিটরিং টিমও কাজ শুরু করেছে। গত রবিবার পর্যন্ত এনসিটিবির ঢাকা জেলার চাহিদার চেয়ে মাত্র ১ লাখ ৬০ হাজার বই কম পাঠিয়েছে বলে জানায়। কিন্তু জেলা শিক্ষা অফিস থেকে জানানো হয়, এখনো বই পাঠানো বাকি রয়েছে ৩ লাখ ৪০ হাজার। এ নিয়ে ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিস এবং এনসিটিবি কর্মকর্তাদের মধ্যে মতদ্বৈনতা সৃষ্টি হয়। পরে বইয়ের সার্বিক পরিস্থিতি জানার জন্য মাউশির মহাপরিচালক ও এনসিটিবির চেয়ারম্যান ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিস সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনে যেসব তথ্য বেরিয়ে আসে তা হলো, ৫৮ লাখ ৩২ হাজার ২৯৯টি বইয়ের চাহিদার বিপরীতে মঙ্গলবার পর্যন্ত জেলা শিক্ষা অফিসে ৫৭ লাখ ৩২ হাজার ২৯৯টি বই পৌছানো হয়েছে। অবশিষ্ট রয়েছে ৯৫ হাজার ৭৫৪টি বই। এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৪১ লাখ ৬২ হাজার বই। জেলা অফিসের কনফারেন্স রুমে এখনো ১৫ লাখ বই গুদামজাত রয়েছে। গুদামজাত করে রাখা বইয়ের মধ্যে ১৩ লাখই নবম-দশম শ্রেণীর।

তথ্য অনুযায়ী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে এনসিটিবির কাছে ১৩ লাখ বই অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে। এই বইগুলো বাজারে বিক্রি করে দেয়ার জন্য আনা হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, সরকারকে বিব্রত করার জন্যই ১৫ লাখ বই মজুদ করে বইয়ের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক রেবেকা সুলতানা ঢাকা জেলার বই বিতরণ নিয়ে অনিয়ম হয়েছে বলে স্বীকার করেন। এ বিষয়ে সার্বিক তদন্ত করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা সচিবের সাথে দেখা করে সার্বিক বিষয় অবহিত করেছি।

ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বই উপজেলা এবং স্কুলে পৌছানোর জন্য ৩২ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসে। কিন্তু এ টাকাগুলো সঠিকভাবে খরচ করা হয়নি। এছাড়া বই নিতে এসে অনেককে জেলা অফিসের কর্মচারি, পিয়নকে বকশিস দিতে হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, তিনি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে কোন সমন্বয় না করেই বই বিতরণ করছেন। আঞ্চলিক কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, বই বিতরণকালে আঞ্চলিক কার্যালয়কে অবহিত না করেই তিনি পাঁচদিন ছুটি ভোগ করেছেন। সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত ও পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত রাজধানীর ১৮ স্কুলের শিক্ষার্থীর তালিকা এখনো এনসিটিবিতে পাঠানো হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এসব কারণেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে।

এ বিষয়ে ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন বরখাস্ত হবার পূর্বের দিন ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, বিদ্যালয় থেকে নবম শ্রেণীর পাশাপাশি দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর তালিকাও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু দশম শ্রেণীতে বিনামূল্যের বই দেয়া হবে না। এ কারণে অতিরিক্ত বই রয়ে গেছে। তিনি আরো জানান, ঢাকা জেলায় ২৫০ টি প্যাড সর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বই পেতে চায়। এছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বই পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি। তাদের বিনামূল্যের বই দেয়া হবে না। তিনি জানান, এনসিটিবি চাইলেই অতিরিক্ত বই ফেরত দেয়া হবে।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, ঢাকা বিভাগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই পৌছায়নি। এ বিষয়ে জানার জন্য ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, যে সংখ্যক বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌছেছে তাতে বইয়ের সংকট হবার কথা নয়।